তারিখ : 03 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

রাণীনগরে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় মেরামত হয়নি

■ রাণীনগর (নওগাঁ) সংবাদদাতা

নওগাঁর রাণীনগরে সাম্প্রতিক বয়ে যাওয়া কয়েক দফার কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে উপজেলার রাতোয়ালে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত রাতোয়াল রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাটির তিনটি কক্ষের টিনের ছাউনি। এতে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। ঘটনার দীর্ঘদিন পার হলেও সংস্কার করে পাঠদানের জন্য উপযোগী করার কোনো পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩টি মাটির কক্ষসহ মোট ৯টি কক্ষে পাঠদান করা হয়। যা শিক্ষার্থীদের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাতোয়ালে অবস্থিত এই বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়। শত বছরের পুরাতন এই বিদ্যাপিঠের ১৯১৩ সালে রবি ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণ করা হয়েছিল এই ৩টি মাটির শ্রেণি কক্ষ। সাম্প্রতিক ঝড়ে মাটির কক্ষগুলোর টিনের ছাউনি দুমরে-মুচরে যাওয়ার কারণে শ্রেণি কক্ষগুলো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্লাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এতে বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের সংকটের কারণে একই কক্ষে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে বাধ্য হচ্ছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুকবর আলী জানান, কক্ষগুলো বিশ্বকবির স্মৃতির একমাত্র বাহক। আমি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি একাধিকবার তা সংস্কারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঝড়ে কক্ষগুলোর উপরের ছাউনি একবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। যার কারণে বিদ্যালয়ে বর্তমানে শ্রেণি কক্ষের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন করেছি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান খান জানান, বিশ্বকবির স্মৃতি বিজড়িত এই কক্ষগুলোর অতিদ্রুত সংস্কারের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ইউএনও মনিরুল ইসলাম পাটওয়ারী জানান, বিদ্যালয়ের কক্ষগুলো অতিদ্রুত সংস্কারের জন্য [illegible] কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।